রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ২৮, ১৯৯১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বানিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ই ভাদ্র, ১৩৯৮/২৭শে আগস্ট, ১৯৯১

এস, আর, ও নং ২৫৫-আইন/৯১—বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ঃ—এই বিধিমালা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ট্রেড) শিক্ষানবিসগণের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা বিধিমালা, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছুই না থাকিলে এই বিধিমালায়—

(ক) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ;

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল ;

(গ) "প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ট্রেনিং সেন্টার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ;

(ঘ) "বিভাগীয় পরীক্ষা" অর্থ বিধি-৪ এর অধীনে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষা ;

(ঙ) "শিক্ষানবিস" অর্থ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ট্রেড) এর স্থায়ী শুন্য পদে প্রারম্ভিকভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ;

মূল্য : টাকা ৩.০০

(চ) "শিক্ষানবিসকাল" অর্থ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর বিধি ৬ এ উল্লেখিত মেয়াদ এবং উক্ত বিধি অনুসারে বর্ধিত বা বর্ধিত বলিয়া গণ্য মেয়াদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। প্রশিক্ষণ ঃ—(১) শিক্ষানবিসিকালে সরকার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর বিধি ৭ অনুসারে কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষানবিসকে দুই মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে সরকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষানবিস কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করিয়া উহা সফলতার সহিত সমাপ্ত করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি ও অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় নির্ধারণ করিতে পারিবে। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে তৎসম্পর্কে প্রাসংগিক নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী সফলতার সহিত তাঁহার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিয়াছেন কি না তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর, সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং এইরূপ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের নথিতে রক্ষিত থাকিবে।

(৫) কোন প্রশিক্ষণার্থী সফলতার সহিত প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিতে না পারিলে উহা সমাপ্ত করিবার জন্য সরকার তাঁহাকে পুনরায় সুযোগ দিতে পারিবে।

৪। বিভাগীয় পরীক্ষা ঃ—(১) শিক্ষানবিসকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই প্রত্যেক শিক্ষানবিসকে তফসিলে বর্ণিত পাঠ্যক্রম এবং বিধিমালার অন্যান্য বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষায় পাস করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত পরীক্ষা কমিশন কর্তৃক গৃহীত ও পরিচালিত হইবে।

৫। বিভাগীয় পরীক্ষার সময়সূচী ইত্যাদি ঃ—প্রতি বৎসর দুইবার সম্ভব হইলে জুন ও ডিসেম্বর মাসে বিভাগীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে এবং কমিশন উক্ত পরীক্ষার সম্ভাব্য সময়সূচী এবং আনুষংগিক তথ্যাদি সরকারকে অবহিত করিবে এবং সরকার কমিশনের চাহিদা মোতাবেক তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

৬। বিভাগীয় পরীক্ষার পাসের নম্বর ঃ—(১) তফসিলে উল্লেখিত প্রতিটি পত্রে কোন শিক্ষানবিস বিভাগীয় পরীক্ষায় শতকরা ৬০ নম্বর পাইলে তাঁহাকে কৃতকার্য বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(২) কমিশন প্রত্যেক শিক্ষানবিসের পরীক্ষার ফলাফল গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৭। একাধিকবার বিভাগীয় পরীক্ষার সুযোগ ঃ—কোন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা বিভাগীয় পরীক্ষায় তফসিলে উল্লেখিত সকল বা কোন নির্দিষ্ট পত্রে একবারে কৃতকার্য হইতে না পারিলে তিনি যে পত্রে বা পত্রসমূহে অকৃতকার্য হন, তাঁহার শিক্ষানবিসকালে, সেই পত্র বা পত্রসমূহের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁহাকে এক বা একাধিকবার সুযোগ দেওয়া যাইবে।

৮। প্রশ্নপত্র ঃ—(১) তফসিলে উল্লেখিত প্রথম ও তৃতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত হইবে।

(২) দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত উপ-মহাহিসাব নিয়ন্ত্রকের নিম্নে নহে এমন একজন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত হইতে হইবে।

(৩) সরকার প্রয়োজনবোধে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

তফসিল

[বিধি ২(খ) দ্রষ্টব্য]

বি, সি, এস (ট্রেড) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষার পাঠ্যক্রম

(১) প্রথম পত্র

আইন, বিধি ও পদ্ধতি (পুস্তক ব্যতীত)

সময়—৩ ঘন্টা

পুর্ণ নম্বর ঃ ১০০ (পাস নম্বর ৬০)

পাঠ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। বাংলাদেশের সংবিধান।

২। সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯।

৩। সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫।

৪। উপজিলা অধ্যাদেশ এবং উপজিলা ম্যানুয়েল।

৫। গণকর্মচারী শৃংখলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২।

৬। সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯।

৭। সরকারী কার্য বিধিমালা, ১৯৭৫ (হাল-নাগাদ সংশোধনীসহ) এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্য বন্টন।

৮। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১।

৯। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন রেগুলেশন, ১৯৭৯।

১০। অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট এ্যাণ্ড সিকিউরিটি ইনস্ট্রাকশন্স।

১১। সচিবালয় নির্দেশমালা, ১৯৭৬।

বি, সি, এস (ট্রেড) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষার পাঠ্যক্রম

(২) দ্বিতীয় পত্র

হিসাব (পুস্তকসহ)

সময়—৩ ঘন্টা

পূর্ণ নম্বর ঃ ১০০ (পাস নম্বর ৬০)

পাঠ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল রুল্‌স।

২। ফাণ্ডামেন্টাল ও সাপ্লিমেন্টারী রুল্‌স।

৩। ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (হাল-নাগাদ সংশোধনীসহ)।

৪। সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণ আইন, ১৯৭৪ ও অবসর গ্রহণ বিধিমালা, ১৯৭৫।

৫। অধ্যায় ৩, হিসাব পদ্ধতির সাধারণ ধারণা।

৬। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর প্রধানকে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্থিক ক্ষমতা প্রদান।

৭। ছুটি বিধি।

৮। বাংলাদেশ সার্ভিস রুল্‌স (১ম ও ২য় খণ্ড)।

৯। বাংলাদেশ ট্রেজারী রুল্‌স (১ম ও ২য় ভলিউম)।

১০। রুল্‌স অব বিজনেস।

১১। অফিস নিরাপত্তা বিধি।

১২। বাজেট প্রস্তুতিকরণ।

বি. সি. এস (ট্রেড) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষার পাঠ্যক্রম

ট্রেড ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিয় বিষয়াদি

(৩) তৃতীয় পত্র

সময়—৩ ঘন্টা

পূর্ণ নম্বর ঃ ১০০ (পাস নম্বর ৬০)

পাঠ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। বর্তমান ও পূর্ব বৎসরের রপ্তানী নীতি।

২। বর্তমান ও পূর্ব বৎসরের আমদানী নীতি।

৩। বর্তমান ও পূর্ব বৎসরের চা নীতি।

৪। আমদানী, সরবরাহ, অভিশুল্ক (ট্যারিফ), বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহ ও কোম্পানী বিষয়ে আইন/অধ্যাদেশ/আদেশ ও বিধিমালা সম্পর্কিত।

৫। আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০।

৬। লাইসেন্স ও পারমিট ফি আদেশ, ১৯৮৫।

৭। আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ তফসিল, ১৯৮৮।

৮। আমদানীকারক, রপ্তানীকারক এবং ইণ্ডেনটরদের (নিবন্ধন) আদেশ, ১৯৮১।

৯। রিভিউ, আপীল ও রিভিশন আদেশ, ১৯৭৭।

১০। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যাদির নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬।

১১। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যাদির মূল্য ও বিতরণ আদেশ, ১৯৭৫।

১২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যাদির নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১।

১৩। কয়লা বিতরণ আদেশ, ১৯৮১।

১৪। স্বর্ণ ক্রয় এবং বিতরণ আদেশ, ১৯৮৭।

১৫। ক্রয় ম্যানুয়াল।

১৬। অভিশুল্ক আইন, ১৯৩৪।

১৭। প্রটেকটিভ ডিউটিজ এ্যাক্ট (LXI অব ১৯৫০)।

১৮। ট্রেড অর্গানাইজেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১।

১৯। কোম্পানী আইন, ১৯১৩।

২০। প্যাট এর মূল বিষয়াদি।

২১। আনকটাড সম্পর্কিত জাতিসংঘ রিজুলিউশন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
নাসিম উদ্দিন আহমেদ
সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।